সবকিছুর উপর সাধারন (Universal) ১৫% হারে ভ্যাট (VAT) দারিদ্রতা বাড়াবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অবদমিত করবে, আইএমএফ প্রভাব থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সরে আসুন।

নতুন ভ্যাট আইন ২০১২, দৃশ্যপটে আইএমএফ

ECF (Extended Credit Facilities) ফান্ডের অধীনে প্রায় ১বিলিয়ন ঋনের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর চাপে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার গত ২০১২এর শেষ নাগাদ নতুন করে ভ্যাট আইন-২০১২ চুড়ান্ত করে যা আগামী ২০১৫-১৬ বছর হতে কার্যকর করা হবে। এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটের অভিন্ন হার রাখার বিষয়ে সংস্থাটি অনড় ছিল এবং এই অভিন্ন হারে অনড় থাকতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। আইনটি পর্যালোচনায় গঠিত কমিটি সকল ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কার্যকর না করে ভিন্ন ভিন্ন হারে ভ্যাট আদায় করার জন্য সুপারিশ করে, কেননা এটি কার্যকর হলে বেশকিছু পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের নমনীয় অবস্থানের ফলে ঝুলে যায় বর্ধিত ঋণ সুবিধার (ইসিএফ) শেষ দুই কিস্তির ২৮ কোটি মার্কিন ডলার। সম্প্রতি সংস্থাটির একটি প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে পুনরায় ভ্যাটের অভিন্ন হার রাখার বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করে, ফলশ্রুতিতে অর্থমন্ত্রী বলেন, "ভ্যাটের অভিন্ন হারই থাকছে। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে আইএমএফের কাছে অঙ্গীকার করা হয়েছে। ইসিএফ এর ঋণ পেতে হলে ওই ওয়াদা পালন করতেই হবে" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪-০৩-২০১৫ইং)।

আমরা যৌক্তিক কারনে সরকারের এঅবস্থানকে বিরোধীতা করছি, কেননা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে এধরনের ওয়াদা করা দেশের জন্য কখনই মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা।

কেন ভ্যাট বৃদ্ধি করা যাবে না

১. IMF এর পরামর্শে গরীব দেশের পক্ষে নয় MNC এর পক্ষে

মূসক বা ভ্যাট সংক্রান্ত যে সকল আইন আমাদের দেশে সম্প্রতি করা হয়েছে তা মূলত IMF'র পরামর্শে। IMF'র এই পরামর্শ আসলে বাংলাদেশের মত উন্নয়ণশীল দেশগুলোর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেওয়া হয় না, বরং জটিল ভ্যাট আইনের দুর্বলতার সুযোগে আমদানী করহ্রাস করে এসব দেশকে কিভাবে বহুজাতিক কর্পোরেটগুলোর বাজারে পরিণত করা যায় এটাই IMF'র মূল উদ্দেশ্য। যে কারণে IMF একটি দেশের রাজস্ব আদায়ে কর্পোরেট কর বৃদ্ধির কোন পরামর্শও সরকারকে দেয় না, পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে কিভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কেও কোন কথাও বলে না। IMF'র এই পরামর্শের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জটিল ভ্যাট আইনের চর্চা করতে হয়, যার সুযোগ নেয় বহুজাতিক কোম্পনীসমূহ এবং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা কালো অর্থনীতির চর্চা এবং অর্থ পাচারের করে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে কালো অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ২০% থাকলেও বর্তমানে এর পরিমাণ ৪০% হতে সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত।

২. IMF এর পরামর্শ WTO নীতিমালার সাংঘর্ষিক

কোন দেশের সরকারের সঙ্গে ঋণ বা অন্য কোন চুক্তিতে আইএমএফ বা এ ধরনের সংস্থা আইন করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শর্ত দিতে পারে না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বিদ্যমান নীতির সঙ্গেও এটি সাংঘর্ষিক। সমপ্রতি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে WTO এর এসব বিধিবিধান উল্লেখ করে বিষয়টি অবহিত করে।

৩. বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন

ব্যবসায়ীরা নতুন ভ্যাট আইন মেনে নেয়নি। এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের ৮০ শতাংশ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের এবং তাদের একটি অংশ আবার গ্রামীণ উদ্যোক্তা। তাদের পক্ষে চালান ফরম দেখিয়ে উপকরণ রেয়াত নেয়া কার্যত কঠিন। প্রতিবেশী ভারত, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশকিছু দেশসহ অনেক দেশেই ভ্যাটের ভিন্ন ভিন্ন হার প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন [দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪/০৩/১৫]।

৪. এই হার সর্বোচ্চ, নিত্য নৈমত্তিক ভোগ্যপন্য এক্ষেত্রে রেহাই পাওয়া উচিত

দেশে বর্তমানে ২% থেকে শুরু করে ১৫% পর্যন্ত ভ্যাট প্রচলন রয়েছে। উৎপাদন, বিক্রি, আমাদানী, পাইকারী এবং খুচরা পর্যায়ে এই ভ্যাট হার বিদ্যমান রয়েছে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন, সিঙ্গাপুরে এই হার সর্বোচ্চ ৫%, থাইল্যান্ডে ৭%, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, লেবানন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০%, নিউজিল্যান্ডে ১২% এবং নেপালে ১৩%। প্রতিটি দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যসমুহ করমুক্ত রাখা হলেও বাংলাদেশে এই চিত্র সম্পূর্ন বিপরীত।

৫. ভ্যাট নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের বোঝা বাড়িয়ে দেয়

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের হার যথাক্রমে ৩০% ও ৭০%, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের চাপ অনেক বেশি; যার ভার পড়ে দেশের ১৬ কোটি মানুষের ওপর। বিশেষ করে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) পুরোপুরি সাধারণ মানুষ দেয়। কারণ গুটি কয়েক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাইরে সব ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। একই সঙ্গে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক পরিশোধ করেন আমদানিকারকরা। সেটিও সাধারণ ক্রেতার ওপর বর্তায়। পরোক্ষ করের বোঝা নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাপনের ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দেয়।

৬. ভ্যাট নয়, প্রত্যক্ষ কর আদাযের হার বাড়াতে হবে

বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান খুবই কম (মাত্র ৩০%), অথচ অন্যান্য উন্নয়শীল দেশে এই হার বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশি। যেমন ভারতে ৩৫%, শ্রীলঙ্কায় ৩৮% এবং উন্নত ধনী দেশগুলোতে ৭০% এরও উপরে। এনবিআর এর তথ্য মতে বাংলাদেশে মাত্র ১৭ লক্ষ লোকের TIN আছে এবং গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মাত্র ১১লক্ষ লোক ট্যাক্স রিটার্ন জমা প্রদান করে যা ঐ সময়ে দেশের মোট জনগনের (১৫ কোটি) মাত্র ০.৭৩% অর্থাৎ ১% এরও কম। FBCCI এর বর্তমান সভাপতি সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন যে, দেশে প্রায় ৩৫লক্ষ ব্যবসায়ী আছেন যার মধ্যে ১৩.৪০লক্ষ ব্যবসায়ীর TIN সার্টিফিকেট আছে যা ৩৮%।

৭. বহুজাতিক কোম্পনীগুলো যেভাবে কর ফাকি দেয়

অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পনীগুলো বিভিন্ন উপায়ে কর ফাকি দিচ্ছে যেমন: দেশের শীর্ষ চার সেলফোন অপারেটর সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে বিভিন্ন সময়কালে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লি: (বিএটিবি) তাদের সিগারেটের মূল্যস্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। অতএব এ চিত্র থেকে বুঝা যায় এদেশে প্রত্যক্ষ কর আদায় ব্যবস্থা কতখানি নাজুক।

৮. IMF 'র একই ধরনের পরামর্শে অন্য দেশগুলোও উপকৃত হতে পারেনি

IMF এর রাজস্ব নীতিতে এখন পর্যন্ত কোন উন্নয়নশীল দেশ লাভবান হতে পরেনি। যেমন, IMF 'র পরামর্শে সাব-সাহারান আফ্রিকার ১৮টি দেশে ভ্যাট অনুশীলন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছিল যে, এসকল দেশে

কর-জিডিপি অনুপাত কমপক্ষে ১৮-২০% এ উন্নিত হবে। কিন্তু এক দশক পরে (২০০৬ সালে) এক গবেষণায় দেখা যায় যে, এসকল দেশের কর-রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পায়নি বরং অনেক পেছনে রয়েছে। ফিলিপাইনেও ভ্যাট সংস্কার অনুশীলন এবং এর বন্টন প্রভাবের উপর IMF 'র নিজস্ব এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ভ্যাটের ফলে দরিদ্র মানুষের আয়ের পরিমাণ প্রকৃতভাবে ২.৫% হ্রাস পেয়েছে।

৯. ভ্যাট এর মতো পরোক্ষ কর দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়

ভ্যাট সম্পর্কিত প্রভাব মূল্যায়নের উপর IFS (Institute of Fiscal Study-UK)-এর এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, পরোক্ষ কর সব সময়ই দরিদ্র জনগোষ্ঠীন জন্য দমনমূলক (Regressive), কারন এই ধরনের কর উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে অব্যাহতভাবে আঘাত করে এবং তাদের উন্নয়নের পথকে অনেকাংশেই রুদ্ধ করে দেয়। কারন দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয়ের অধিকাংশই খরচ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য, ফলে ধনীদের তুলনায় আনুপাতিক হারে দরিদ্রদের উপর কর ভারও বেশী পরে। তাদের গবেষনায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাজ্যে ভ্যাট আরোপের ফলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভ্যাট প্রদানের হার প্রায় দ্বিগুন।

Figure 10.1. VAT paid as a percentage of net income

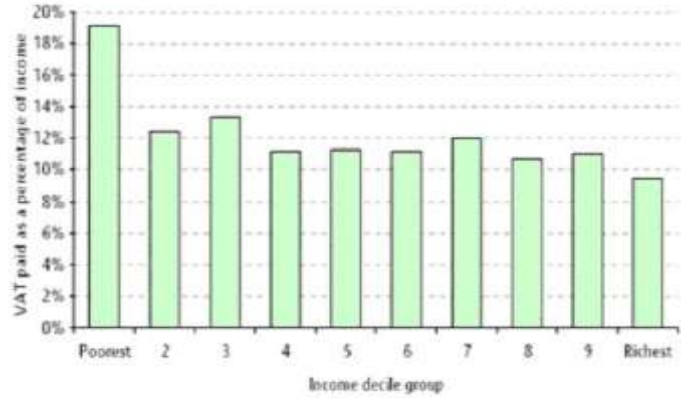

আমাদের আবেদন সমূহ

দরিদ্র বান্ধব কর ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গগুলো বাস্তবায়নের জন্য দাবি জনাচ্ছি,

ক) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর ভ্যাট সম্প্রসারন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এর ভার শেষ পর্যন্ত সাধারন ও গরীব জনগনকেই বহন করতে হয়।

খ) বহুজাতিক কোম্পানীর কর ফাকি বন্ধ পূর্বক প্রতক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) সরকার আলাদা কর অনুসন্ধান ইউনিট গঠন করতে পারে।

ঘ) রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ও দুর্নীতি বন্ধ করা সরকারের সর্বচ্চো অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঙ) কর ন্যায়পাল কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে হবে

চ) সরকারকে অনুন্নয়ন ব্যয় কমাতে হবে এবং সরকারী ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে

ছ) অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বন্ধকরনে zero tolerance সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

জ) রাজস্ব বিভাগে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন করা যাতে করে আন্তর্জাতিক ট্যাক্স বিষয় নিয়ে দক্ষতার সহিত কাজ করতে পারে।

ঝ) তথ্য আইন পর্যালোচনা করতে হবে এবং বহুজাতিক কোম্পনগুলোর আয়-ব্যয় ও সম্পদ স্থানান্তরের তথ্য প্রদান করতে হবে।

ঞ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা যারা উপকরণ রেয়াত নিতে সক্ষম নন, এদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হারে ভ্যাট প্রথা চালু রাখা।

ট) দরিদ্র মানুষ তার সকল উপার্জন ব্যয় করে জীবনধারণের জন্য পক্ষান্তরে ধনীরা তাদের বিলাসী জীবনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। দরিদ্রদের কথা বিবেচনা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জীবনের জন্য অপরিহার্য পণ্যের উপর ভ্যাট এমনভাবে প্রয়োগ করতে যাতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কম মূল্যে জীবন ধারণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে Re-pricing বলে অর্থাৎ মূসকের আওতা কম থাকবে এবং মূসকের হারও কম হবে। পাশাপাশি ধনীদের জন্য Re-prizing করতে হবে যাতে করে ধনীদের থেকে অর্জিত কর রাজস্ব পুনরায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয় বা বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ Redistributive Justice base নীতিমালা করতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ: (বর্ণক্রমানুসারে)

অর্পন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, এসডিও, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, কৃষাণী সভা, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডোক্যাপ, নেচার ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ, প্রান্তজন, বিএএফএলএফ, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, ভয়েস, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম, সংগ্রাম, সিনার্জী ইনস্টিটিউট ও হিউম্যানিটি ওয়াচ।

সচিবালয় ঃ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৮১২৫১৮১/ ৯১১৮৪৩৫, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org